দৈনিক ইনকিলাব

10

তারিখ ... ... JAN 20 2000
পৃষ্ঠা 3 ... কলাম ... 2

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও উচ্চাভিলাষী শিক্ষক রাজনীতির অশুভ প্রভাবে চঃবিঃ আবারও অচল ঃ ১৬ হাজার শিক্ষার্থী জিম্মি

আবদুল মালেক।। ক্যাম্পাস দখলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও উচ্চাভিলাষী শিক্ষক রাজনীতির অশুভ প্রভাবে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব জনপদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবারও অচল হয়ে গেছে। সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে শিক্ষার মূল কাঠামো। সেখানকার ক্যাম্পাস নামক রণাঙ্গনে হল দখল বেদখলের যুদ্ধ থামিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ভার্সিটি প্রশাসন চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে প্রশাসনের কর্ণধার ভিসি-প্রোভিসিকে অপসারণের দাবী উঠেছে। অন্যথায় শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অসহযোগের হুমকি দিয়েছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার একেবারে নীরব। সরকারের নীরব ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট মহল গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আশঙ্কা করছেন যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সন্ত্রাসী কায়দায় উৎখাত করে সেখানে দলীয় দখলস্বত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকারী ইন্ধনে সন্ত্রাস চলছে এবং এভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ১৬ হাজার শিক্ষার্থী কার্যত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কবলে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী সহিংসতা ও হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে। পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর প্রকাশিত হচ্ছে তার চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সেখানে বিরাজ করছে। বস্তুত পাহাড়ঘেরা বিশ্ববিদ্যালয়টি গত তিন বছরে একটি মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। এর প্রধান কারণ ৬টি ছাত্র হল দখলে ছাত্রলীগের মরিয়া লড়াই।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর চর দখলের মত সারাদেশে শিক্ষাঙ্গন দখলের সর্বনাশা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম দলীয় লোকদের ভিসি-প্রোভিসিসহ প্রশাসনিক পদসমূহে বসানো হয়। এরপর সেখানে শুরু হয় ক্ষমতাসীন দলের অংগসংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগের শিবিরবিরোধী অভিযান ও হল দখলের সশস্ত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। ছাত্রলীগের এই হল দখল অভিযানে গত ৩ বছরে ৮ জন ছাত্র অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে খুন হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর নিরীহ ছাত্র বকুল থেকে পরবর্তী আইয়ুব, মুসফিক, সঞ্জয়, সাইফুল, জোবায়ের হত্যার ঘটনা সর্বজনবিদিত। সর্বশেষ গত ১৯ ডিসেম্বর ঘটেছে জোড়াখুনের ঘটনা। সেদিন সোহরাওয়ার্দী হল দখলের জন্য ছাত্রলীগের আরও একটি অভিযানে শত শত পুলিশের উপস্থিতিতে ব্রাশফায়ারে নিহত হয় শিবির নেতা রহিম ও মাহমুদ। এই ২ জন তরতাজা তরুণ হত্যার পর গত এক মাস যাবৎ যে সংঘাত-সহিংসতা ও অচলাবস্থা বিরাজ করছে তার উত্তরণে কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। পরিস্থিতি যেদিকে ধাবিত হচ্ছে তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, সেখানে আবারও যে কোন সময় রক্তগঙ্গা বয়ে যেতে পারে, লাশের পর লাশ পড়তে পারে।

১৯ ডিসেম্বর জোড়া খুনের পরদিন হলসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৫ দিন পর গত ১৫ জানুয়ারী হলগুলো খুলে দেয়া হলেও এক অনিশ্চিত অবস্থার কারণে নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা হলে ওঠেনি। ছাত্রশূন্য ৪টি হলে ছাত্রশিবির ও ২টি হলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা অবস্থান করছে। ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকা উভয়পক্ষে প্রচুর লোক সমাবেশ ও সংঘর্ষের রসদপত্র সঞ্চিত হয়েছে এবং প্রতিপক্ষের যে কোন আকস্মিক হামলা মোকাবিলায় সেখানে ক্যাডার-নেতাগণ সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে।

একই সাথে ছাত্রশিবির তাদের নেতা হত্যার মূল নায়কদের গ্রেফতার, ভিসি-প্রোভিসিকে অপসারণ ও পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহারের দাবীতে লাগাতার অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। অবরোধ চলাকালে বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঝটিকা আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জানিয়ে দিয়েছেন যে, চরম নিরাপত্তাহীন ক্যাম্পাসে তারা দায়িত্ব পালনে অক্ষম। মালিক সমিতি বাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। রেল চালকরা শাটল ট্রেন ছাড়ছে না। সর্বমহলে বিরাজ করছে এক ভয়াল পরিবেশ।

এহেন সংকটকালে ভিসি ও প্রোভিসি নিজ নিজ বাসভবনে বসে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে রণাঙ্গনের গতি-প্রকৃতি অবলোকন ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সাথে শলাপরামর্শ করছেন। কিন্তু সংঘাত থামিয়ে শিক্ষার চাকা সচল করতে তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, বর্তমান সঙ্কটের পেছনে ভিসি প্রোভিসির উচ্চাভিলাষ এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বও অনেকাংশে দায়ী। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা হিসেবে ১৯৯৬ সালে পরপর ড. আবু ইউসুফকে প্রোভিসি ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নানকে ভিসি নিযুক্ত করা হয়। এই দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সমন্বয়মূলক তৎপরতায় বছর খানেক সুন্দরভাবে ভার্সিটি চলে। কিন্তু ১৯৯৭ সালের বকুল হত্যা এবং পরবর্তীতে প্রোভিসি দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে দেশের বাইরে অবস্থানকালে মধ্যস্বত্বভোগী কিছু আওয়ামী শিক্ষক উভয়ের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করেন। ফলে তাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে। বর্তমানে পর্দার আড়ালে তাদের পরস্পরবিরোধী বিষোদগার, অসহযোগিতা ও একে অপরকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিযোগিতা পুরোদমে চলছে এবং এক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের সিঁড়ি হিসেবে তারা ব্যবহার করছেন ছাত্রলীগের এক একটি ক্যাডার গ্রুপকে। ফলে সঙ্কট নিরসনে প্রশাসনিক উদ্যোগও সুদূর পরাহত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার একেবারে নীরব। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সর্বমহল গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আশঙ্কা করছেন যে, হল দখলে ছাত্রলীগের চূড়ান্ত বিজয়ের আশায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র অপেক্ষা করছে। তাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ নামক বিশাল সরকারী বাহিনী। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের দরিদ্র পিতামাতা, শিক্ষক, কর্মকর্তাগণ এখন কার্যত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কবলে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, শিক্ষকমণ্ডলীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জাতীয়তাবাদী শিক্ষকবৃন্দ সম্প্রতি নগরীতের এক কালো পতাকা বিক্ষোভ সমাবেশে বলেছেন, প্রশাসনের দলীয় ভূমিকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আজ ধ্বংসের মুখে। ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনের জন্য সেখানে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। ছাত্র হত্যাসহ সেখানে সংঘাত-সহিংসতার যে ভয়াল পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে শিক্ষক সমাজ উদ্বিগ্ন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান আওয়ামী দলীয় ভিসি, প্রোভিসিকে অপসারণের কোনও বিকল্প নেই। শিক্ষকবৃন্দ অবিলম্বে তাদের অপসারণ না হলে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী দেবেন বলেও ঘোষণা করেন।

অবরোধের ৫ম দিন অতিবাহিত

শিবিরের অবরোধের গতকাল ৫ম দিন অতিবাহিত হয়েছে। অবরোধ চলাকালে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত সমাবেশে শিবির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আন্দোলন বানচালে প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র চলছে। খুনীদের গ্রেফতার করা না হলে প্রশাসনকে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে তারা উল্লেখ করেন।

প্রক্টর অফিসে গোবর

অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে কে বা কারা গরুর গোবর নিক্ষেপ করে।